ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

'পুষ্পা ২'-তে আল্লুকে টক্কর দিতে আসছেন রণবীর

পৃঃ ৫

এখনো সিরিজ জয়ের আশা দেখছে ইংলিশরা

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ১৮৬ ● কলকাতা ● ২১ আষাঢ়, ১৪৩০ ● শুক্রবার ● ০৭ জুলাই, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

কেন্দ্রীয় এজেন্সি ইস্যুতে

ফের কেন্দ্রের শাসকদলকে নিশানা করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কেন্দ্রীয় এজেন্সি ইস্যুতে ফের কেন্দ্রের শাসকদলকে নিশানা করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন তিনি বলেন, খালি সায়নী ঘোষ বলে নয়। আমাকেও নবজোয়ারের মাঝেও ডাকা হয়েছে। যেদিন দেখব, ইডি,সিবিআই বিজেপি নেতাদের ডাকছে। সেদিন বুঝব এরা নিরপেক্ষ। আর খালি আমাকে নয়, আমার স্ত্রী, সন্তানকেও বিমানে উঠতে দেওয়া হয়নি।অভিষেক আরও বলেন, "আমি চাই ভোট মৃত্যুহীন হোক। যে কোনও ভোট রক্তপাতহীন হোক। মৃত্যু নিয়ে যারা রাজনীতি করছে তারা রাজনৈতিক ভাবে দেউলিয়া। এর আগে শয়ে শয়ে লোক মারা গেছে। আমি জাস্টিফাই করছি না। তবে যা ঘটল তা আমরা চাইনা। বাম আমল থেকে যা হয়ে আসছে, অর্থাত মনোনয়ন দিতে দেব না। সেটা বন্ধ হয়ে আসছে। আগামীদিনে মৃত্যু যাতে না হয়, সেটাও দেখা শুরু হয়েছে। "আর আমি বলেছি, আমার বিরুদ্ধে প্রমাণ থাকলে, জনসমক্ষে আনুন। আমি সকাল-বিকাল আমার অবস্থান বদলাইনা। ইডির কাজ নিরপেক্ষ তদন্ত করা।

এরপর ৩ পাতায়

হাসপাতালে শিশুকণ্ঠে 'দিদি জিন্দাবাদ'!

শুনে থমকে দাঁড়ালেন মমতা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রশাসনিক বা দলীয় কর্মসূচিতে জয়ধ্বনি শুনতে তিনি অভ্যস্ত। কিন্তু গত প্রায় ১০ দিন ধরে সেই সব বন্ধ। পায়ের চোট পেয়ে এই পঞ্চায়েত ভোটের আগে গৃহবন্দি হতে হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। বৃহস্পতিবার কালীঘাটের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসএসকেএম হাসপাতালে গিয়েছিলেন। হাসপাতাল চত্বরে হঠাত তাঁর কানে এল মিহি কণ্ঠে একটি জয়ধ্বনি ''দিদি জিন্দাবাদ''। এসএসকেএমে বাবার কোলে চেপে এসেছিল সিফা হায়াত। হাওড়ার বাউড়িয়ায় বাড়ি তার। মা অসুস্থ। সন্তানসম্ভবাও। তাঁকে দেখাতেই হাসপাতালে আসা। বৃহস্পতিবার দুপুরে ছোট্ট সিফা বাবার সঙ্গে দাঁড়িয়েছিল ইউসিএম ভবনের গেটের কাছে। সেই সময়েই মমতার গাড়ি এসে দাঁড়ায় সেখানে। মমতাকে দেখে চিনতে পারে সিফা। বা হয়তো তার বাবা তাকে মুখ্যমন্ত্রীর কথা বলেছিলেন। ফেরার সময় মমতা ইউসিএম ভবন থেকে বেরোতেই "দিদি জিন্দাবাদ" বলে চেঁচিয়ে ওঠে সে। মমতার কানে সেই কণ্ঠস্বর পৌঁছতেই তিনি দাঁড়িয়ে পড়েন। সামান্য খুঁড়িয়ে হেঁটে এগিয়ে আসেন শিশুটির কাছে। জানতে চান, "নাম কী?" সিফা তার নাম জানায়। মমতা জানতে চান, সে হাসপাতালে কেন এসেছে। এর পরে 'দিদি' তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতাকে মায়ের অসুস্থতার কথা জানায় সিফা। মমতা তাঁদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন এবং তার পর আবার ধীর পায়ে এগিয়ে যান

এরপর ৩ পাতায়

পঞ্চায়েত ভোটের আগেই

কড়া সিদ্ধান্ত নিল তৃণমূল!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পঞ্চায়েত ভোটের বাকি আর মাত্র একদিন। তার ৪৮ ঘণ্টা আগে, প্রচারের শেষ দিনে ৯৬ জনকে সাসপেন্ড করল তৃণমূল। বিভিন্ন জেলা থেকে এই ৯৬ জনকে সাসপেন্ড করেছে তৃণমূল। নির্দল হয়ে দাঁড়ানোর জন্য সাসপেন্ড করা হয় তাঁদের। তৃণমূল সূত্রে খবর, হুগলি থেকে সাসপেন্ড করা হয়েছে ১৭ জনকে। যা অস্বস্তি হয়ে দাঁড়ায় তৃণমূল শিবিরের কাছে। প্রসঙ্গত, এই নির্দল প্রার্থীদের উদ্দেশে নির্বাচন কমিটির বৈঠক থেকে কড়া বার্তা দিয়েছিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নব জোয়ার কর্মসূচি থেকে একই বার্তা দেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। এমনকি কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও বলেন, যাঁরা দলীয় প্রার্থীর বিরুদ্ধে নির্দল হয়ে দাঁড়িয়েছেন, তাঁরা মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নিন। নইলে দলের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। শেষমেশ পঞ্চায়েত ভোটের আগে দু-দফা মিলিয়ে মোট ১৫২ জনকে সাসপেন্ড করল তৃণমূল।পূর্ব মেদীপুরে ২২ জনকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। যার মধ্যে ১৯ জন-ই তমলুকের। পশ্চিম মেদিনীপুরের ২২ জন, নদিয়ায় ৫ জন, ঝাড়গ্রামের ২১ জন, মুর্শিদাবাদের ৪ জন ও বীরভূমের ৬ জনকে সাসপেন্ড করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, নির্দল হয়ে দাঁড়ানোয় আগেই ৫৬ জনকে সাসপেন্ড করা হয়েছিল তৃণমূল থেকে। অভিষেক বন্দ্যোপাধয়ায়ের নির্দেশেই সেই সাসপেন্ড করা

এরপর ৩ পাতায়

সাতকাহন

{কবিতা সংকলন}

ছায়াপথ প্রকাশনী
আলোর মিছিল

সম্পাদনায়:- অদিতি আচার্য্য ও মৃত্যুঞ্জয় সরদার

লেখা পাঠানোর প্রক্রিয়া

* GOVT. REGD
* ISBN allocation
* Online/Offline selling

১. স্রষ্টার কবিতা যেকোনো পর্যায়ের হতে পারে।
২. কবিতা সর্বাধিক ২৪ লাইনের হতে পারে।
৩. লেখা পাঠানোর ৩দিনের মধ্যে মনোনীত হলে যোগাযোগ করা হবে।
৪. what'sapp এ টাইপ বা document করে লেখা পাঠাতে হবে।

নির্বাচিত সাহিত্যিকদের জন্যে থাকছে মানপত্র এবং মেমেন্টো।

-:লেখা পাঠানোর ঠিকানা:-
what's app :- 7439971094
সময়সীমা:- ৩০শে জুলাই, ২০২৩ এর মধ্যে।

বি: দ্র: - বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বাংলার বিশিষ্ট সাহিত্যিক, অভিনেতা, সঙ্গীত এবং নৃত্য জগতের দিকপালরা, সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে বইটি।

প্রিবুক মূল্য:-
২৫০ টাকা মাত্র
আমরা সৌজন্য সংখ্যা দিতে অপরাগ, একটি কপি প্রিবুক করে নেওয়ার অনুরোধ জানাই।

Chayapoth Publication Facebook Page

একটি উন্নততর আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন

রেজিস্টার্ড অফিস : সরবেড়িয়া, পোঃ-এফ.এস. হাট, থানা - ন্যাজাট, জেলা - উঃ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৩২৯
E-mail : sarberia.annoor.mission@gmail.com ● Website : annoormission.org

প্রতিষ্ঠাতা : মরহুম আলহাজ্ব আব্দুল হামিদ

২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি চলিতেছে

যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীরা ২০২৩ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে তারা অভিভাবক সহ সরাসরি মিশনে এসে **Spot Exam** এর মাধ্যমে একাদশ শ্রেণিতে কলা ও বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হতে পারবে এবং মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল বের হলে ৭৫ শতাংশ নম্বর বিজ্ঞান বিভাগ ও ৬০ শতাংশ নম্বরে কলা বিভাগে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে। মেধাবী ও দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে। সত্ত্বর যোগাযোগ করুন।

আসন সংখ্যা সীমিত

Gilr's Hostel

Boy's Hostel

মোস্তাক হোসেন
প্রধান পৃষ্ঠপোষক
কর্ণধার
পতাকা শিল্পগোষ্ঠী

সেখ নুরুল হক
চেয়ারম্যান
অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল
অবসরপ্রাপ্ত আই.এ.এস

মাধ্যমিক ফলাফল -২০২২

বোর্ড/কাউন্সিল		মোট পরীক্ষার্থী	স্টার	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	সর্বোচ্চ প্রাপ্ত নম্বর
WBBSE	ছাত্রী	২৮	০৩	২০	০৫	৫৮১
	ছাত্র	০৯	০৩	০৪	০২	৫৬৬
	সর্বমোট	৩৭	০৬	২৪	০৭	

উচ্চমাধ্যমিক ফলাফল -২০২২

বোর্ড/কাউন্সিল		মোট পরীক্ষার্থী	>90 %	90-80 %	স্টার মার্কস	সর্বোচ্চ প্রাপ্ত নম্বর
WBCHSE	ছাত্রী (বিজ্ঞান)	০৮	০১	০৮	০৮	৪৬২
	ছাত্র (বিজ্ঞান)	০৬	০১	০৬	০৬	৪৫৪
WBCHSE	ছাত্রী (কলা)	১৬	০০	১৪	১৬	৪৪১
	ছাত্র (কলা)	০২	০০	০২	০২	৪৪১
	সর্বমোট	৩৭	০৬	২৫	৩২	

জাকির হোসেন মোল্লা
সম্পাদক
সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন
মোঃ - ৯৭৩২ ৫৩১ ১৭১

আবাসিক শিক্ষক চাই
- জীববিদ্যা
- পুষ্টিবিদ্যা
- পদার্থবিদ্যা
- শিক্ষাবিজ্ঞান
- আরবী (এম.এম)

বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন
97 34 54 95 05 / 95 64 01 19 06

পঞ্চায়েত হিংসা নিয়ে

নির্বাচন কমিশনকে তুলোধনা রাজ্যপালের

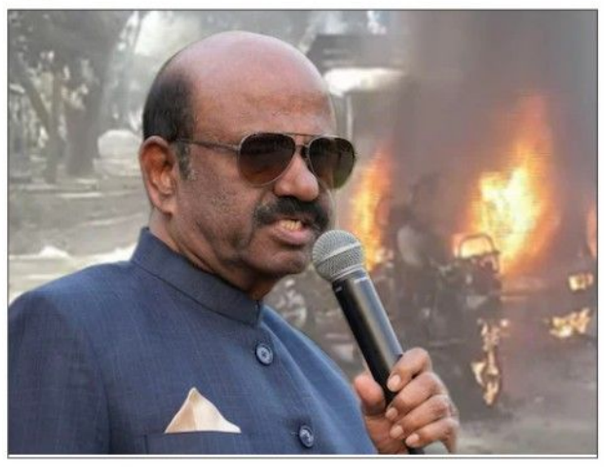

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাজ্য পঞ্চায়েত ভোট। তার আগে যাতে কোনরকম হিংসার ঘটনা না ঘটে সে বিষয়ে প্রথম থেকেই যথেষ্ট ততপর রাজ্যপাল। পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাক্কালে বুধবার 'পিস অ্যান্ড হারমনি কমিটি' গঠন করেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে এই কমিটি গঠন করা হয়েছে।রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে চরম ভতর্সনা করে রাজ্যপাল বলেন,'আপনি আপনার দায়িত্ব পালনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। আগুন ও রক্ত নিয়ে রীতিমতো খেলা চলছে। এত হিংসার জন্য দায় কার? আমি দেখেছি সন্তান হারানো মায়ের চোখের। পঞ্চায়েত নির্বাচনের হিংসায় খুনি কে? হিংসার ছবি দেখে আমি উদ্বিগ্ন। রক্ত নিয়ে এই খেলা বন্ধ করতেই হবে। পঞ্চায়েত নির্বাচনে রাজ্যের গণতন্ত্রকে খুন করা হয়েছে।' রাজ্যপালের আরও সংযোজন, 'আমি ভেবেছিলাম, বাংলার গ্রামেগঞ্জে গিয়ে দেখব, চিত্ত হেথায় ভয় শূন্য, উচ্চ হেথায় শির। কিন্তু এসে দেখলাম একেবারে উল্টোটা। মানুষের মনে ভয়, মাথা হেঁট হয়ে আছে। গ্রামে গিয়ে বিধবার কান্না শুনেছি, পুত্রহারা মায়ের কান্না দেখেছি। কী করে এসব বন্ধ হবে, যখন রক্তাসুরের হাতেই ক্ষমতা। তবে মনে রাখতে হবে, রক্তাসুর থাকলে মহাকালীও থাকবে।'আর বৃহস্পতিবার পঞ্চায়েত ভোটের ঠিক ৪৮ ঘণ্টা আগে 'পিস কনফারেন্স' থেকে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে সুর চড়ালেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। ভাঙড়, ক্যানিং, বাসন্তী সহ রাজ্যের বিভিন্ন অংশে বেলাগাম সন্ত্রাস চলেছে বলে অভিযোগ করেন বাংলার রাজ্যপাল। রাজ্যে একের পর এক মৃত্যুর ঘটনার জন্য সরাসরি নির্বাচন কমিশনকে দায়ী করেছেন সিভি আনন্দ বোস।

বৃহস্পতিবার রাজ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীবা সিনহাকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস । রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের উদ্দেশ্যে রাজ্যপালের সরাসরি প্রশ্ন, 'এই পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় যদি গণতন্ত্র হত্যা হয়, তাহলে হত্যাকারী কে হবেন ? হত্যাকারী কে ? হত্যাকারী কে? রাজ্য নির্বাচন কমিশনার কি দয়া করে হাত তুলবেন ? নির্বাচন কমিশনার কি দায়িত্ব নেবেন ? হত্যাকারীদের সম্বন্ধে আপনাকে জানতে হবে ?'বৃহস্পতিবার রাজভবনে সাংবাদিক বৈঠক করেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস । সেই সাংবাদিক বৈঠক থেকে রাজ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীবা সিনহা কেন শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করতে কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছেন না সেই প্রশ্ন তোলেন রাজ্যপাল । পাশাপাশি রাজীবা সিনহাকে নিজের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করার বার্তাও দেন ।

আধার কার্ড না থাকলে উচ্চমাধ্যমিকে

রেজিস্ট্রেশন নয়, বিজ্ঞপ্তি জারি সংসদের

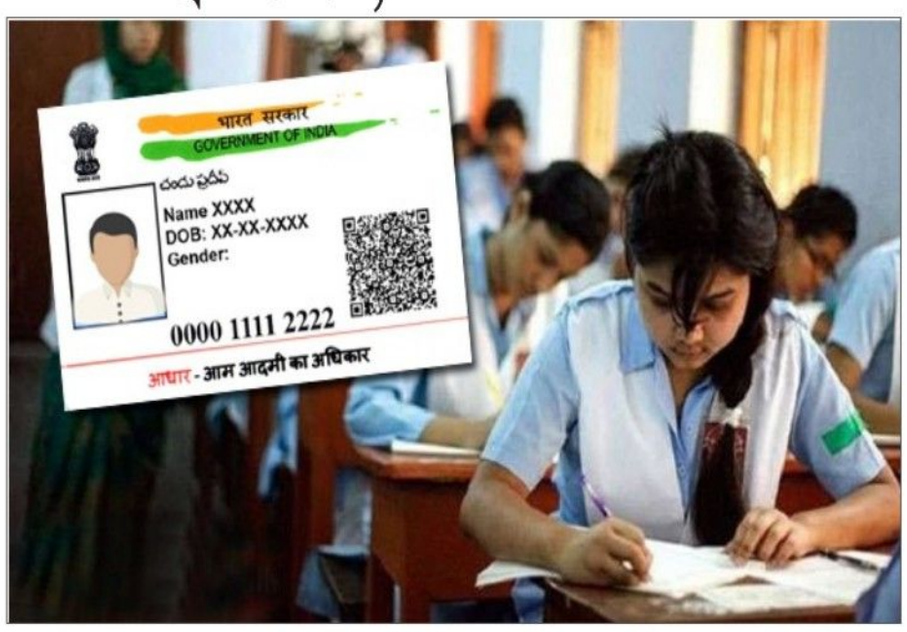

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশন করতে আধার নম্বর বাধ্যতামূলক করল উচ্চ শিক্ষা সংসদ। বিজ্ঞপ্তি জারি করে সংসদ জানিয়েছে, উচ্চমাধ্যমিকে রেজিস্ট্রেশন করার সময় আধার নম্বর দিতে হবে পরীক্ষার্থীকে।অন্যদিকে, ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থী যারা ২০২৫ সালে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে, তাদের আধার নম্বর আপডেট করার সময়সীমা ১৬ অগস্ট থেকে ৩১ অক্টোবর। সময়সীমা পেরিয়ে গেলে পরীক্ষার্থীদের ফাইন দিতে হবে।

যদি কোনও পরীক্ষার্থী আধার নম্বর আপডেট না করে, তবে ভবিষ্যতে বিপদে পড়তে পারে। সংসদ জানিয়েছে, দ্রুত আধার নম্বর দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করে নিতে হবে পড়ুয়াদের। যদি না করা হয়, তবে পরীক্ষায় বসতে সমস্যা দেখা দিতে পারে। এমনকী বাতিলও হতে পারে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা।বুধবার উচ্চশিক্ষা সংসদ বিজ্ঞপ্তি জারি করে উচ্চমাধ্যমিক নিয়ে নতুন বিষয়টি জানিয়েছে।বলা হয়েছে, ২০২২-২৪ শিক্ষাবর্ষ থেকেই নতুন নিয়ম লাগু হতে চলেছে। এই শিক্ষাবর্ষে যারা পরীক্ষা দেবে, তারা ১৬ অগস্ট থেকে সংসদের পোর্টালে আধার নম্বর আপডেট করতে পারবে। ১০ নভেম্বরের মধ্যে সেই কাজ শেষ করতে হবে পরীক্ষার্থীদের।

পঞ্চায়েত ভোটের দিন

রাজ্যে ছুটি ঘোষণা নবান্নের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন রাজ্যে ছুটি ঘোষণা করল নবান্ন। বৃহস্পতিবার এই সংক্রান্ত একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। যেসকল সরকারি কর্মচারীদের বাড়ি পঞ্চায়েত এলাকায় এবং যারা ভোটার তাঁদের জন্য আগামী শনিবার ছুটি বরাদ্দ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, আগেই একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছিল রাজ্য শ্রম দফতর। পরে রাজ্য নির্বাচনের কমিশনের তরফে ২২ টি জেলার জেলাশাসকের কাছে নোটিস পাঠানো হয়। কমিশন বিজ্ঞপ্তি মারফত জানায়, রাজ্যের অর্থ দফতর সবেতন ছুটির বিষয়ে আবেদন মঞ্জুর করেছে।৮ জুলাই, আগামী শনিবার রাজ্যে বহু প্রতীক্ষিত পঞ্চায়েত নির্বাচন। নবান্নের তরফে বিক্ষপ্তি দিয়ে জানানো হয়েছে, রাজ্যের ২২ জেলায় যেখানে পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে সেই সকল এলাকায় রাজ্য সরকারের সব অফিস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠান, দোকান, কল কারখানা সহ বিভিন্ন বাণিজ্যিক ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে ছুটি থাকবে। পাশাপাশি রাজ্যের শ্রম দফতরের তরফে বেশকিছু নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাজ্য শ্রম দফতরের নির্দেশ, শিল্প প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়িক সংস্থা, অধিগৃহীত সংস্থা বা দোকানগুলিকে এই নীতি মানতে হবে। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত যেসকল কর্মীদের বাড়ি পঞ্চায়েত এলাকায় বা যারা পঞ্চায়েতের ভোটার ৮ জুলাই তাঁদের ছুটি দিতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট দিনের বেতন কাটা যাবে না। সংগঠিত ক্ষেত্র ছাড়া ক্ষেত্রে শ্রমিক বা মজুরদেরও ভোটের দিন ছুটি দিতে হবে। জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ১৩৫ বি ধারা অনুযায়ী ছুটি থাকলেও ওইদিনের প্রাপ্য মজুরি দিতে হবে।

ভোট পরবর্তী সন্ত্রাস রুখতে কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে

'বিরাট' নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শুভেন্দু অধিকারীর দায়ের করা আদালত অবমাননা সংক্রান্ত পঞ্চায়েত মামলার রায়ে বড় সিদ্ধান্ত আদালতের। ভোটের ফল ঘোষণার পরেও ১০ দিন রাজ্যে থাকবে কেন্দ্রীয় বাহিনী। এমনই নির্দেশ দিলেন আজ কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি। রাজ্যে আগেও ভোট পরবর্তী সন্ত্রাসের উদাহরণ রয়েছে। ফলে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন। একইসঙ্গে বলা হয়, ভোটের আগের সন্ধে পর্যন্ত ৮০% কেন্দ্রীয় বাহিনী রাজ্যে আসবে। অর্থাত ৮২২ কোম্পানির ৮০% বাহিনী মোতায়েন হয়ে যাবে শুক্রবার সন্ধ্যায়। দেরিতে প্লান দেওয়ায় আসতে সমস্যা হচ্ছে বলে জানিয়েছে কেন্দ্র। অর্থাত ভোটের আগের দিন সন্ধে পর্যন্ত ৬৫৮ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী রাজ্যে আসবে। এই অবস্থায় প্রতি বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। আইজি, বিএসএফ, নোডাল অফিসারদের সঙ্গে বসে সিদ্ধান্ত নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেক্ষেত্রে বুথ সংলগ্ন এলাকা ধরে বাহিনী মোতায়েন নিয়ে নতুন প্ল্যান তৈরি করতে পারে কমিশন, নোডাল অফিসার এবং আইজি বিএসএফ সঙ্গে। শুভেন্দু অধিকারীর করা আদালত অবমাননার মামলার পাশাপাশি কংগ্রেসের অধীর রঞ্জন চৌধুরীর করা আদালত অবমাননার মামলার শুনানি হয় এদিন।এই মর্মেই এদিন এজলাসে মন্তব্য করেন প্রধান বিচারপতি।

বাহিনী কী ভাবে মোতায়েন হবে তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন রাজ্য পুলিশের আইজি. বিএসএফ. রাজ্য নির্বাচন কমিশন এবং রাজ্য পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। এ ব্যাপারে আইজি বিএসএফকে তথ্য দিয়ে সাহায্য করবেন এমনটাই নির্দেশ প্রধান বিচারপতির।কোথা থেকে যেন কোনও অভিযোগ না আসে তার জন্য সব চেষ্টা করতে হবে রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে, মন্তব্য প্রধান বিচারপতির। একইসঙ্গে তাঁর মন্তব্য, "আদালত আশা করবে ৮ জুলাই পঞ্চায়েত ভোট শান্তিপূর্ণ হবে এবং সাধারণ মানুষ নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারবেন।"

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে।
সব রাজ্যে,
সব জেলা ও মহকুমাতে।
যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক ,
যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

লাদাখ 'জুলে লাদাখ-এ

ভারতীয় নৌ-বাহিনীর জনসম্পর্ক অভিযান

নয়াদিল্লি, ৬ জুলাই, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : দুর্গম এলাকা উন্নয়ন নিয়ে জাতীয় নেতৃত্বের ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় নৌ-বাহিনী কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাদাখের সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে বহুমুখী জনসম্পর্ক অভিযান নিয়েছে। এই কর্মসূচির লক্ষ্য প্রতিরক্ষা বাহিনীতে লাদাখ থেকে আরও বেশি সংখ্যায় যুবকদের অংশগ্রহণ, দেশ গঠন প্রক্রিয়া জোরালো করা এবং এই অঞ্চলে সমুদ্র সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করা। এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে নৌ-বাহিনীর প্রধান অ্যাডমিরাল আর হরিকুমার ৬ এবং ৭ জুলাই, ২০২৩-এ লেহ-তে একাধিক জনসম্পর্ক অভিযানের আয়োজন করবেন। এর আগে গত বছর ভারতীয় নৌ-বাহিনী জনসম্পর্ক অভিযানের অঙ্গ হিসেবে উত্তর-পূর্বে বিস্তৃত কর্মসূচি নিয়েছিল।

লাদাখে ভারতীয় নৌ-বাহিনীর জনসম্পর্ক অভিযানে যে কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে - নৌ-বাহিনীর ব্যান্ডবাদন, নৌ-সেনা এবং লাদাখের দলের মধ্যে একটি প্রীতি ফুটবল ম্যাচ, বাইক এবং গাড়ির র‍্যালি এবং বিভিন্ন বিদ্যালয় পরিদর্শন।

লেহ সফরকালে নৌ-সেনা প্রধান লেহ এবং লাদাখের মাননীয় লেফটেন্যান্ট গভর্নর অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার ডঃ বি ডি মিশ্র-র সঙ্গে দেখা করবেন এবং নৌ-বাহিনীর তরফে যুদ্ধ স্মারকে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করবেন। নৌ-সেনা প্রধানের সঙ্গে এনডব্লিউডব্লিউএ-র সভানেত্রী শ্রীমতী কলা হরিকুমার ৬ জুলাই, ২০২৩-এ সিন্ধু সংস্কৃতি কেন্দ্রে ভারতীয় নৌ-বাহিনীর বিশেষ কনসার্ট 'সরগম'-এ প্রধান আয়োজক

এরপর ৩ পাতায়

নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি জ্ঞানকে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের

অন্যতম মূল উপাদান হিসেবে প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি বিশ্বকল্যাণের পথ প্রশস্ত করছে -শ্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান

নতুন দিল্লি, ০৬ জুলাই, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : জাঞ্জিবার-তানজানিয়ায় আইআইটি ম্যাড্রাসের একটি ক্যাম্পাস স্থাপনের জন্য ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক, আইআইটি ম্যাড্রাস এবং জাঞ্জিবার-তানজানিয়ার শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ মন্ত্রকের মধ্যে আজ একটি সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে ভারতের বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর এবং জাঞ্জিবারের রাষ্ট্রপতি ডঃ হুসেন আলি মুইন্যি উপস্থিত ছিলেন। ভারতের বাইরে এই প্রথম আইআইটি ক্যাম্পাস

এরপর ৩ পাতায়

সম্রাজ্ঞী
{কবিতা সংকলন}
সম্পাদিকা:- অদিতি আচার্য্য
ছায়াপথ প্রকাশনী
আলোর মিছিল
লেখা পাঠানোর প্রক্রিয়া
* GOVT. REGD
* ISBN allocation
* Online/Offline selling
১. স্রষ্টার কবিতা যেকোনো পর্যায়ের হতে পারে।
২. কবিতা সর্বাধিক ২৪ লাইনের হতে পারে।
৩. লেখা পাঠানোর ৩দিনের মধ্যে মনোনীত হলে যোগাযোগ করা হবে।
৪. what'sapp এ টাইপ বা document করে লেখা পাঠাতে হবে।
নির্বাচিত সাহিত্যিকদের জন্যে থাকছে মানপত্র এবং মেমেন্টো।

-:লেখা পাঠানোর ঠিকানা:-
what's app :- 8207240867
সময়সীমা:- ৩০শে জুলাই, ২০২৩ এর মধ্যে।
বি: দ্র: - বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বাংলা চলচ্চিত্র অভিনেতা অভিনেত্রীরা, সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে বইটি।
আমরা সৌজন্য সংখ্যা দিতে অপরাগ, একটি কপি প্রিবুক করে নেওয়ার অনুরোধ জানাই।
Chayapoth Publication Facebook Page

১-ম পাতার পর

পঞ্চায়েত ভোটের আগেই কড়া সিদ্ধান্ত নিল তৃণমূল!

হয়। অভিষেক বলেছিলেন, "কোথাও যদি কেউ নির্দল হয়ে দাঁড়ায়,পার্টির সঙ্গে বেইমানি করে,তাহলে সেই বেইমানগুলোকে দলে আর নেওয়া হবে না। পার্টির শৃঙ্খলার উর্ধে কেউ নন। আমিও নই। মানুষ যাঁকে মান্যতা দিয়েছে তাঁকেই আমরা প্রার্থী করেছি। জোড়া ফুলের চিহ্ন যাঁর কাছে থাকবে সেই প্রার্থী।" অভিষেকের এই বক্তব্যের পরই আসে ৫৬ জনকে সাসপেন্ডের কড়া নির্দেশ। দলীয় প্রার্থীকে কেউ না মানলে তাঁকে বহিষ্কার করা হবে বলে স্পষ্ট বার্তা দিয়েছিলেন তিনি। নদিয়ার ২১ জন, দক্ষিণ দিনাজপুরের ১৭ জন এবং মুর্শিদাবাদের ১০ জনকে সাসপেন্ড করা হয় তৃণমূল থেকে। এছাড়া আরও বিভিন্ন জেলায় আরও কয়েকজন ছিল। যার সবটা ধরলে সংখ্যাটা দাঁড়ায় ৫৬ জনে। এবার আবার ৯৬ জনকে বরখাস্ত করা হল তৃণমূল থেকে। প্রসঙ্গত, মাঝে শুক্র বাদে শনিতেই ভোট। ৮ জুলাই একদফাতেই সারা রাজ্যে পঞ্চায়েত ভোট। এবার ভোটের আগেই হিংসার বলি বহু।

মনোনয়ন পর্ব দাখিলের সময় থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছে হিংসা। যে হিংসা নিয়ে রাজ্যপালের কড়া তিরস্কারের মুখে পড়েছেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার রাজিবা সিনহা। বিরোধী বাম থেকে শুরু করে কংগ্রেস, বিজেপি শাসকদলের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের অভিযোগ এনেছে। উত্তরে কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ পর্যন্ত ছবিটা মোটামুটি একই। এখন একাধিক জায়গায় দেখা যায় যে, রাজ্য পঞ্চায়েত নির্বাচনে দলের টিকিট না পেয়ে অনেক তৃণমূল নেতা-কর্মী নির্দল প্রতীক নিয়ে নির্বাচনে লড়ার জন্য মনোনয়ন দাখিল করেছেন।

১-ম পাতার পর

হাসপাতালে শিশুকণ্ঠে 'দিদি জিন্দাবাদ'! শুনে থমকে দাঁড়ালেন মমতা

গাড়ির দিকে।মমতা তখন ডেক্সা স্ক্যান করিয়ে বেরোচ্ছেন এসএসকেএমের ইউসিএম ভবন থেকে। পায়ের চোট না সারায় সামান্য খুঁড়িয়ে হাঁটছিলেন। ইউসিএম ভবনের ফটকের হাত খানেক দূরেই অপেক্ষা করছিল মুখ্যমন্ত্রীর গাড়ি। মমতা ধীর পায়ে সে দিকেই এগোচ্ছিলেন। হঠাত উল্টো দিক থেকে ভেসে এল শিশুকণ্ঠে 'জিন্দাবাদ' ধ্বনি! মমতা থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

১-ম পাতার পর

কেন্দ্রীয় এজেন্সি ইস্যুতে ফের কেন্দ্রের শাসকদলকে নিশানা করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

নেতাদের দল বদল করে বিজেপিতে নিয়ে যাওয়া নয়। অভিষেক জানান, "ভাঙড় আর ক্যানিংয়ে যারা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতেছে, তারা আদালতে গিয়েছিল। হাইকোর্ট তাদের দাবি খারিজ করে দিয়েছে। আমি বলেছিলাম ১০০% মনোনয়ন হবে। আর ওরা চলে যাচ্ছে আদালতে। কেন্দ্রীয় বাহিনী, ভোটের দফা সব নিয়েই চলে গেছে। আমাদের অভিপ্রায় ভাল, আমরা বলছি কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকুক। লুটে নেওয়ার মনোভাব থাকলে কি কেন্দ্রীয় বাহিনী চাইতাম? আমরা তো দল থেকে সুপ্রিম কোর্টে যেতে পারতাম। আমি তো করিনি। আমার অবস্থান স্পষ্ট অবাধ, শান্তিপূর্ণ ভোট। তবে আমার একার দায়িত্ব নয়। আমার পাশাপাশি বিরোধীদের দায়িত্ব আছে।"তিনি বলেন, "তৃণমূল কংগ্রেসের অজিত পাওয়ার আর একনাথ শিন্দেকে ২০২১ সালের ভোটের আগে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। দল আর রাজ্য সরকার পৃথক ব্যবস্থা এখানে। দল, রাজ্যের কাজে মাথা ঢোকায় না। এটা সিপিএমের মতো নয়।"

২ পাতার পর

লাদাখ 'জুলে লাদাখ-এ ভারতীয় নৌ-বাহিনীর জনসম্পর্ক অভিযান

হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। 'সরগম'-এ প্রধান অতিথি হবেন লেফটেন্যান্ট গভর্নর।

৭ জুলাই, ২০২৩-এ স্পিটুক ফুটবল স্টেডিয়ামে নৌ-বাহিনী এবং লাদাখ দলের মধ্যে প্রীতি ফুটবল ম্যাচ হওয়ার কথা। সেখানেও প্রধান আয়োজক হিসেবে নৌ-বাহিনীর প্রধান এবং প্রধান অতিথি হিসেবে লেফটেন্যান্ট গভর্নর উপস্থিত থাকবেন। লেফটেন্যান্ট গভর্নর দিল্লির উদ্দেশে মোটরসাইকেল এবং বিশাখাপত্তনমের উদ্দেশে গাড়ির ফিরতি র‍্যালির সূচনা করবেন। নৌ-বাহিনীর প্রধান এবং এনডব্লিউডব্লিউএ-র সভানেত্রী ল্যামডন সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুল পরিদর্শন করবেন এবং ছাত্র ও শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলবেন।

মোটরসাইকেল র‍্যালি শুরু হয়েছিল ১৫ জানুয়ারি দিল্লি থেকে এবং গাড়ির র‍্যালি শুরু হয়েছিল বিশাখাপত্তনম থেকে। এতে অংশ নেন লাদাখবাসী নৌ-সেনা জওয়ানরা এবং ২০ জন মহিলা। তাঁরা লাদাখ অঞ্চলে বিভিন্ন স্কুল এবং কলেজের ৩ হাজারের বেশি ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন।

লেহ থেকে ফিরতি যাত্রায় দুটি র‍্যালিই ৫ হাজার কিলোমিটার করে দূরত্ব অতিক্রম করার সময়ে অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর পাশাপাশি প্রবীণ এবং স্থানীয় মানুষের সঙ্গে কথাবার্তা বলবেন।

সব নৌ-সেনা কেন্দ্রের লাদাখবাসী নৌ-সেনারাও এই অনুষ্ঠানগুলিতে অংশ নেবেন এবং যুব সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাঁদের মহার্ঘ অভিজ্ঞতা এবং সাফল্যের কাহিনী ভাগ করে নেবেন যাতে দেশ গঠনে তাঁরা আরও বেশি সংখ্যায় ভারতীয় নৌ-বাহিনীতে যোগ দেন এবং গর্বের সঙ্গে দেশকে সেবা করার অনুপ্রেরণা পান।

২ পাতার পর

নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি জ্ঞানকে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের অন্যতম মূল উপাদান হিসেবে প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি বিশ্বকল্যাণের পথ প্রশস্ত করছে -শ্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান

স্থাপিত হতে চলেছে। এই উদ্যোগ ভারত ও তানজানিয়ার দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বের প্রতিফলন। আফ্রিকা ও দক্ষিণের দেশগুলির সঙ্গে নাগরিক সংযোগ গড়ে তোলার উপর ভারত যে গুরুত্ব দিচ্ছে, এর মধ্য দিয়ে তারও প্রতিচ্ছবি ধরা পড়েছে।

কেন্দ্রীয় শিক্ষা এবং দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোগ মন্ত্রী শ্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান বলেছেন, জাঞ্জিবারে আইআইটি ম্যাড্রাসের ক্যাম্পাস স্থাপনের জন্য এই সমঝোতাপত্র স্বাক্ষর, উচ্চশিক্ষার আন্তর্জাতিকীকরণের লক্ষ্যে এক ঐতিহাসিক সূচনা। এই উদ্যোগ দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতাকে আরও মজবুত করার পাশাপাশি আফ্রিকার সঙ্গে নাগরিক সংযোগ গড়ে তোলার যে প্রতিশ্রুতি প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী দিয়েছিলেন, তার এক মূর্ত প্রতীক। নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি জ্ঞানকে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের অন্যতম মূল উপাদান হিসেবে প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি বিশ্বকল্যাণের পথ প্রশস্ত করছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

ভারত সরকারের পক্ষে তানজানিয়ায় ভারতের হাই কমিশনার শ্রী বিনয় শ্রীকান্ত প্রধান, আইআইটি ম্যাড্রাসের ডিন (বিশ্ব সংযোগ) অধ্যাপক রঘুনাথন রেঙ্গাস্বামী আইআইটি ম্যাড্রাসের পক্ষে এবং তানজানিয়ার শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ মন্ত্রকের ভারপ্রাপ্ত প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি শ্রী খালিদ মাসুদ ওয়াজির জাঞ্জিবার-তানজানিয়ার পক্ষে এই সমঝোতাপত্রে স্বাক্ষর করেছেন।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-তে শিক্ষার আন্তর্জাতিকীকরণের উপর গুরুত্ব দিয়ে উচ্চমানের ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে বিদেশের মাটিতে ক্যাম্পাস স্থাপনে উৎসাহিত করার কথা বলা হয়েছে।

তানজানিয়া এবং ভারতের মধ্যে কৌশলগত অংশীদারিত্বকে স্বীকৃতি দিয়ে এই সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরের মাধ্যমে দুদেশের মধ্যে শিক্ষাগত অংশীদারিত্বেরও আনুষ্ঠানিক প্রকাশ ঘটানো হল। এর ফলে, জাঞ্জিবার-তানজানিয়ায় আইআইটি ম্যাড্রাসের প্রস্তাবিত ক্যাম্পাস স্থাপনের কাঠামো গঠন শুরু হল। চলতি বছরের অক্টোবর মাসে এই ক্যাম্পাস চালুর পরিকল্পনা রয়েছে।

এই অনন্য অংশীদারিত্বের সুবাদে আইআইটি ম্যাড্রাসের শীর্ষস্থানীয় শিক্ষাবিদরা আফ্রিকার একটি প্রধান অঞ্চলে গিয়ে সেখানকার চাহিদা পূরণ করবেন। শিক্ষা সংক্রান্ত কর্মসূচি, পাঠ্যসূচি, পড়ুয়া নির্বাচনের পদ্ধতি এবং শিক্ষা বিষয়ক নানা খুঁটিনাটি স্থির করার দায়িত্ব আইআইটি ম্যাড্রাসের, মূলধনী এবং পরিচালন ব্যয় মেটাবে জাঞ্জিবার-তানজানিয়া সরকার। এই ক্যাম্পাসের পড়ুয়ারা আইআইটি ম্যাড্রাসের ডিগ্রী পাবেন। এই কার্যক্রম শুধু তানজানিয়া নয়, অন্য নানা দেশের পড়ুয়াদেরও আকৃষ্ট করবে বলে মনে করা হচ্ছে। ভারতীয় পড়ুয়ারাও সেখানে পড়ার জন্য আবেদন করতে পারেন।

তানজানিয়ায় আইআইটি ক্যাম্পাস স্থাপনের ফলে বিশ্বজুড়ে ভারতের প্রতি সম্ভ্রম বাড়বে, এর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে কূটনৈতিক সম্পর্কের উপরেও। এর জেরে আন্তর্জাতিক স্তরে আইআইটি ম্যাড্রাসের পরিচিতিও পুসারলাভ করবে। আন্তর্জাতিক ক্যাম্পাসে নানা ধরণের পড়ুয়া ও শিক্ষক থাকায় আইআইটি ম্যাড্রাসের শিক্ষা ও গবেষণাগত মানও বাড়বে। বিশ্বের অন্য শীর্ষস্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে আইআইটি ম্যাড্রাসের গবেষণা সংক্রান্ত সহযোগিতা আরও গভীর হবে।

জাঞ্জিবার-তানজানিয়ায় আইআইটি ক্যাম্পাস একটি বিশ্বমানের উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠবে। এর জেরে বিশ্বে বর্তমানে যেসব চ্যালেঞ্জ দেখা দিচ্ছে তার মোকাবিলা করা সম্ভব হবে, দুদেশের মধ্যে বন্ধুত্ব আরও নিবিড় হবে এবং আঞ্চলিক স্তরে গবেষণা ও উদ্ভাবন গতি পাবে। ভারতীয় উচ্চশিক্ষা ও উদ্ভাবনের উচ্চাকাঙ্ক্ষী উদ্যোগ হিসেবে এটি বিশ্বের সামনে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে।

২০২৪ সালে বিজেপি বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জিতবে:তমতা

নভেশ কুমার, সিনিয়র সাংবাদিক

নয়াদিল্লি, ৬ জুলাই ২০২৩, (এজেন্সি) : নিউজ সারাদিন : প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী এবং উত্তরাখণ্ডের আলমোড়ার সাংসদ, অজয় তমতা বলেছেন যে ২০২৪ সালে, বিজেপি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সক্ষম নেতৃত্বে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতার সাথে সরকার গঠন করবে। কে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে মিঃ তামটা একথা বলেন।

মোদী সরকারের নয় বছরের কৃতিত্বের কথা বলতে গিয়ে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেছেন যে আজ বিশ্ব মঞ্চে দেশের সম্মান বেড়েছে। প্রধানমন্ত্রীর অক্লান্ত পরিশ্রমের কারণে ভারতের ১৪০ কোটি মানুষ গর্বিত। সাংসদ বলেছিলেন যে দেশে নতুন এইমস, আরও সাতটি আইআইটি এবং ৪০০ টিরও বেশি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর পাশাপাশি, গ্র্যান্ড রাম মন্দির এবং কাশী করিডোর নির্মাণ সহ ঐতিহাসিক স্থান এবং ধর্মীয় স্থানগুলির সংস্কারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ করা হচ্ছে। সরকার প্রতিটি বাড়িতে রান্নার গ্যাস সংযোগ এবং শৌচাগারের মতো প্রকল্প দিয়ে দরিদ্রদের মুখে সমৃদ্ধি আনতে তাদের সেরা কাজ করেছে।

আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বিরোধীদের থেকে মহাজোট থেকে চ্যালেঞ্জের প্রশ্নে সাংসদ বলেন, দেশের স্বাধীনতার ৭৫ বছরে কিছু রাজনৈতিক দল ৫৪ বছর শাসন করলেও পরিবার ও বংশের রাজনীতিকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। এ কারণেই এই দলগুলোকে জনগণ প্রত্যাখ্যান করেছে। যাইহোক, আমি ভাবছি তারা যদি তাদের মেয়াদে একই আবেগ দেখাতে পারত, তবে দৃশ্যপট অন্যরকম হত। মহাজোট করে বিজেপির বিজয়ী রথ থামানো সম্ভব নয়। গোটা দেশ বিরোধীদের মতলব বুঝতে পেরেছে এবং জানে যে বিজেপির চেয়ে ভাল বিকল্প নেই। মোদি সরকার শুধুমাত্র দেশের স্বার্থে কাজ করে এবং সমাজের উন্নতির জন্য কাজ করে সঠিক পথে এগোচ্ছে।

উত্তরাখণ্ডে ইউনিফর্ম সিভিল কোড পাশ করার চ্যালেঞ্জের প্রশ্নের উত্তরে, সাংসদ তমটা উত্তর দিয়েছিলেন যে ইউনিফর্ম সিভিল কোড মানে ধর্ম বা বর্ণ নির্বিশেষে ভারতে বসবাসকারী প্রতিটি নাগরিকের জন্য সমান আইন থাকা। আমরা পুষ্কর ধামি জির নেতৃত্বে উত্তরাখণ্ডে আরও ভাল প্রচেষ্টা করেছি।

ভগবান রামের মন্দির যেভাবে তৈরি হচ্ছে, কাশীতে বিশ্বনাথ জির মন্দির তৈরি হয়েছে, তিন তালাক এবং ৩৭০ ধারা শেষ হয়েছে, একইভাবে ইউনিফর্ম সিভিল কোডও কার্যকর করা হবে।এটা প্রথম থেকেই আমাদের দলের ইশতেহারে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ডিজিসিএ/এইআরএ/এএআই-তে প্রাতিষ্ঠানিক

পরিকাঠামো মজবুত করা হচ্ছে

নতুন দিল্লি, ৬ জুলাই, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : ভারতের অসামরিক বিমান চলাচল ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সমগ্র বিশ্বের নিরিখে এটি এখন তৃতীয় বৃহত্তম বাজার হয়ে উঠছে। গ্রীণ ফিল্ড নীতির আওতায় বেশকিছু নতুন বিমানবন্দর আসতে চলেছে। উড়ে দেশ কা আম নাগরিক 'উড়ান' প্রকল্পে আঞ্চলিক যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হচ্ছে। বিগত ৯ বছরে বিমানবন্দর ও বিমান চলাচল ক্ষেত্রে ব্যাপক মানোন্নয়ন হয়েছে।

এরফলে, এক্ষেত্রে আরও মানবসম্পদ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। পাশাপাশি ক্রমবর্ধমান চাহিদার সঙ্গে তালমেলাতে প্রাতিষ্ঠানিক পরিকাঠামোর মানোন্নয়নও জরুরী হয়ে উঠেছে।

অসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রক এই লক্ষ্য পূরণের জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বাড়ানো হচ্ছে কর্মীগোষ্ঠী।

অসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রকের মহানির্দেশক (ডিজিসিএ):

ডিজিসিএ অসামরিক বিমান চলাচল নিরাপত্তা ক্ষেত্রে এবং বিমান চলাচল পরিষেবার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ডিজিসিএ-এর একদল বিশেষজ্ঞ বিমানচালক অ্যারোনেটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলার রয়েছেন। যাঁরা এইসমস্ত নিয়ন্ত্রক কাজকর্ম পর্যবেক্ষণ করেন। বর্তমানে ডিজিসিএ-তে ৪১৬টি নতুন পদ চালু করা হয়েছে। যার ফলে এই ক্ষেত্রে নিরাপত্তা আরও বৃদ্ধি পাবে।

বিমানবন্দরের অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ (এইআরএ):

এইআরএ একটি স্বাধীন নিয়ন্ত্রক সংস্থা। ভারতের বিমানবন্দরের অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করে এই সংস্থা। প্রধান বিমানবন্দরগুলির মধ্যে স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা, বিমানবন্দরের সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে বিনিয়োগ এবং বিমান পরিষেবায় ভাড়া নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কাজ পর্যালোচনা করে এটি। নতুন ১০টি পদ এখানে চালু করা হয়েছে।

ভারতের বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ (এএআই):

এএআই সারা দেশে বিমানবন্দরগুলির কাজকর্ম, ব্যবস্থাপনা এবং উন্নয়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। বিমানবন্দরের পরিকাঠামো উন্নয়ন সহ নানা ক্ষেত্রে এর ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পর্যাপ্ত সংখ্যায় এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল অফিসার থাকার ব্যবস্থাটি নিশ্চিত করাও এর কাজ। এই সংখ্যা কম হলে ভারতের যাত্রী সুরক্ষা ও বিমান চলাচল ক্ষেত্রে বিশ্ব ক্রমতালিকায় বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে, এই বিষয়টি নজরে রেখে এটিসিও-তে ৭৯৬টি নতুন পদ তৈরি হয়েছে। ২০২১ সালের জুলাই মাস থেকে।

যে পদগুলি তৈরি হয়েছে তার সামগ্রিক ছবি পর্যালোচনা করে দেখা যায়, এএআইতে ৭৯৬টি, ডিজিসিএ-তে ৪১৬টি, এইআরএ-তে ১০টি পদ তৈরি হয়েছে। মোট ১,২২২টি পদ বাড়ানো হয়েছে।

বিমান চলাচল ক্ষেত্রে কর্মী সংখ্যা বাড়ানো এবং নিরাপত্তা বজায় রাখার বিষয়টিতে গুরুত্ব দিয়ে ভারতে বিমান চলাচল আরামদায়ক ও নিরাপদ করে তুলতে এই পদ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত।

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ১৮৬ সংখ্যা ০৭ জুলাই, ২০২৩ শুক্রবার ২১ আষাঢ়, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

ভোটের দুদিন আগে অব্যাহত হিংসা! দিকে দিকে আক্রান্ত শাসকদলই

ভোটের ২৪ ঘণ্টা আগে রাজ্য দিকে দিকে আক্রান্ত খোদ শাসকদল। উত্তরের শীতলকুচি থেকে দক্ষিণের কুলতলি, বাদ নেই উত্তর ২৪ পরগনার হাবরা, বীরভূমের ময়ূবেশ্বরও। শীতলকুচিতে তৃণমূল প্রার্থীর বাড়ির সামনে বোমাবাজির অভিযোগ উঠল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। আবার সিপিএমের ভোটার স্লিপ না নেওয়ার 'অপরাধে' তৃণমূল কর্মীর উপর ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলার অভিযোগ উঠেছে বাম কর্মীদের বিরুদ্ধে।তৃণমূল প্রার্থী আক্রান্ত হয়েছে বীরভূমের ময়ূরেশ্বরেও। তৃণমূল প্রার্থীকে লক্ষ্য করে বোমা ছোঁড়ার অভিযোগ উঠেছে এলাকার সিপিএম প্রার্থী ও তাঁর ভাইদের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি বীরভূমের মল্লারপুর থানার হাজিপুর গ্রামে। ময়ুরেশ্বর ১ নম্বর ব্লকের ডাবুক গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৫ নম্বর সংসদ হাজিপুর গ্রামের তৃণমূল প্রার্থী আপেল হকের অভিযোগ, গতকাল রাতে তিনি হাজিপুর গ্রামের চারমাথা মোড়ে গিয়েছিলেন। সেই সময় একই সংসদের সিপিএমের প্রার্থী সাজিরুল সেখের ভাই ও তাদের লোকজন নিয়ে এসে তাঁকে লক্ষ্য করে একটি বোমা ছোঁড়ে। তিনি সেখান থেকে ছুটে বাড়ি ঢুকলে ফের সেখানেও আরও দুটি বোমা ছোঁড়ে বলে অভিযোগ। তৃণমুল প্রার্থীর অভিযোগ, তাঁকে প্রাণে মেরে ফেলার উদ্দেশ্যেই বোমা মারে সিপিএম প্রার্থীর ভাই ও তার দলের লোকজনেরা।বীরভূমে আবার তৃণমুল প্রার্থীকে উদ্দেশ্য করে বোমা ছোঁড়ার অভিযোগ উঠেছে এলাকার সিপিএম প্রার্থী ও তাঁর ভাইদের বিরুদ্ধে। সবমিলিয়ে একাধিক জেলায় তৃণমূল প্রার্থী, কর্মীদের নিশানা করছে বিরোধীরা।

ভোটের আবহে উত্তপ্ত কোচবিহার। একাধিকবার গুলি চলা, বোমাবাজির খবর মিলেছে। এবার নির্বাচনের ৪৮ ঘণ্টা আগে শীতলকুচি গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল প্রার্থী ফজিলা বিবির বাড়ির সামনে বোমাবাজির অভিযোগ উঠল। শাসকদলের অভিযোগ, বুধবার রাতে তাঁর বাড়ির সামনে পরপর ৫টি বোমা ছোড়ে দুষ্কৃতীরা। চারটি বোমা ফাটলেও, পরে এলাকা থেকে একটি তাজা বোমা উদ্ধার করে শীতলকুচি থানার পুলিশ। তবে বোমাবাজির অভিযোগ অস্বীকার করেছে কংগ্রেস।

আবার কুলতলিতে সিপিএমের ভোটার স্লিপ না নেওয়ায় তৃণমূল কর্মীর উপর ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলার অভিযোগ উঠেছে বাম কর্মীদের বিরুদ্ধে। বাবাকে বাঁচাতে গেলে আক্রান্ত হন ছেলে। ঘটনাটি ঘটেছে কুলতলির কুন্দখালি গদাবর গ্রামে। আহত তৃণমূল কর্মী অময় সরদার ও তাঁর ছেলে বিশ্বজিত সরদার। অভিযোগ বাড়ি থেকে বের হতেই ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপ মারা হয় অময় সরদারকে। ওই সময় ছেলে বিশ্বজিত বাড়ি ফিরছিলেন। বাবাকে বাঁচাতে গেলে ছেলেকেও ধারালো অস্ত্রের কোপ মারে বলে অভিযোগ। ৬-৭ জন সিপিএম ও বিজেপিআশ্রিত দুষ্কৃতীরা হামলা চালায় বলে অভিযোগ। আহত অময় ও বিশ্বজিত চিতকার শুরু করলে পরিবার ও এলাকার মানুষ জন ছুটে আসে। সঙ্গে সঙ্গে হামলাকারীরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। আহত তৃণমূল কর্মীকে পরিবার সদস্যরা উদ্ধার করে কুলতলির জামতলা গ্রামীণ হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে।

ন্যায় কর্মফল দাতা শনি দেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

সন্ধ্যার কাছে সব জানতে চান তিনি। সূর্যের জেরায় ভেঙে পড়ে তাঁকে সব জানান সন্ধ্যা।শনির ওপর এতদিন এত অন্যায় হয়েছে বুঝতে পেরে নিজের ভুল স্বীকার করেন সূর্য্য। শনিকে সৌরমণ্ডলে স্থান দেন তিনি। কর্মফলের দেবতা হিসেবে শনিকে উন্নীত করা হয়। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

মোগল সম্রাটদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জনপদ আসানসোলে

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(শেষ পর্ব)

জাহাঙ্গীরেরর লোকেরা মেহেরুন্নিসার ওপর অত্যাচার করবে। তারচেয়ে তিনিই মেহেরুন্নিসাকে মেরে ফেলবেন। কিন্তু পথেই শের আফগানের মৃত্যু হল। ওদিকে ওইদিন রাত্রেই কুতুবুদ্দিন মারা গেলেন। খবরটা জাহাঙ্গীর যখন পেলেন তখন তিনি দুটো সিদ্ধান্ত নিলেন। এক, শের আফগান এবং কুতুবুদ্দিনের একসঙ্গে পাশাপাশি সমাধিস্থ করা হবে। আর দ্বিতীয় হল কেউ মেহেরুন্নিসাকে ছোঁবেনা। তার ওপর সম্মান জানাবে। তাই হল। এরপরও পাঁচ বছর মেহেরুন্নিসাকে যথাযথ সম্মানের সঙ্গে রাখলেন জাহাঙ্গীর। শেষে ১৬১১ সালের ৩০ মে কয়েকটা শর্তে জাহাঙ্গীরের সঙ্গে মেহেরুন্নিসার বিয়ে হয়ে গেল। আমাদের অন্ডালের মেয়ে মেহেরুন্নিসা বিয়ের পর হয়ে গেল সম্রাজ্ঞী নূর জাহান। পরবর্তীকালে তিনিই হলেন দিল্লির শাসক। জাহাঙ্গীরের ২০তম এবং শেষ বেগম। সব দিক দিয়ে চৌকশ, পন্ডিত, শিল্পকলা এবং স্থাপত্যকলার জ্ঞান আর রাজ্যশাসনের পদ্ধতি নূর জাহানকে ইতিহাসের এক উজ্জ্বল নক্ষত্রে তৈটি করেছিল। ১৬৪৫ সালের ১৭ ডিসেম্বর লাহোরে ৬৮ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন মেহেরুন্নিসা ওরফে নূর জাহান। ততদিনে তিনি দিল্লির মসনদে বসিয়ে দিয়েছেন শাহজাহানকে।এক দিকের ইতিহাসের নতুন অধ্যায়ে অন্যদিকে আজ প্রায় ৪০০ বছর আগেকার কথা। আজকের আসানসোল মহানগর তখন ধূ ধূ করা মাঠ এবং আসান গাছের জঙ্গল (আসান হচ্ছে এক ধরণের বৃহৎ উদ্ভিদ,প্রায় ১০০ ফুট লম্বা হয়, যার ছাল ফুটো করলে বেরোয় প্রচুর সুমিষ্ট পেও জল আর সল হচ্ছে রাঢ় বাংলার স্যাঁতস্যেঁতে নিচু জমি।তবে দুঃখের বিষয় এখন আর আসানসোলে আসান গাছ দেখা যায় না, যদিও তামিলনাড়ু ও দক্ষিণ ভারতে প্রচুর পাওয়া যায়।তামিলে এর নাম মারুথাম, কর্ণাটকে বলে মাত্তি। বন্দিপুর জাতীয় উদ্যান আসান গাছের জন্য বিখ্যাত। শ্রীলঙ্কায় এর নাম আসানা।

জনমানবহীন প্রান্তরে এক আধটি বাড়ি, দু-তিনটি বাড়ি নিয়ে একেকটি ক্ষুদ্র গ্রাম।এই ছন্নছাড়া গ্রামগুলোতে যজমানি করতেন এক গরীব ব্রাহ্মণ-কাঙালীচরণ চক্রবর্তী। প্রতিদিন তখনকার নুনিয়া নদী (আজকের শীর্ণকায়, খাল সদৃশ্য, নুনিয়া নয়) পেরিয়ে ওধারের গ্রামগুলিতে যেতেন পুজো অর্চনা করতে, আবার পদব্রজে নদী পেরিয়ে ফিরে আসতেন নিজ বাটিতে। এইভাবেই বহুকষ্টে দিন গুজরান করতেন।কিন্তু তবুও তো সংসার চলেনা।এরকমই এক শীতের দিনে- দিনটি ছিল ১লা মাঘ, যজমানের ঘরে পুজো করে সেদিন কিছুই পাওয়া যায়নি।নুনিয়া নদী পেরিয়ে এসে ক্ষুধা তৃষ্ণায় ক্লান্ত কাঙালীচরণ এক গাছতলার শীতল ছায়ার নীচে শুয়ে পড়লেন। তলিয়ে গেলেন অতল ঘুমের দেশে। হটাৎ করে ঘুম ভেঙে গালি। একি ? দিনের আলো তো এখনও আছে, অথচ কিছুটা জায়গা একদম অন্ধকার কেন ? সেই অন্ধকারের মধ্যে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে- এক ঘাগড়া পরিহিত বুড়ি ঠুক ঠুক করতে করতে বাঁশের লাঠি নিয়ে উনার দিকেই তো এগিয়ে আসছেন।সেই বুড়ি কিছু না বলে কাঙালী চরণের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

কাঙালীচরণের চোখ যেন ঝলসে গেল, সারা শরীর দিয়ে যেন বিদ্যুৎ ঝলক বয়ে গেল।ব্যাস আর কিছু মনে নেই।আবার ঘুমের অতলে ডুবে গেলেন। ঘুমের মধ্যেই দেখলেন সেই বুড়িকে আবার।পরিষ্কার শুনতে পেলেন- তোর আর উঞ্ছবৃত্তির দরকার নেই, তোর কোলেই দেখবি তিনটি ছোট পাথরের ঢিবি রেখে এসেছি । মাঝখানে আমি, মা ঘাগরবুড়ি, আমার বাঁয়ে মা অন্নপূর্ণা, ডাইনে পঞ্চানন মহাদেব।এইখানেই মন্দির প্রতিষ্ঠা কর, আর কোথাও যেতে হবে না।

মা ঘাগরবুড়ির আদেশে মন্দির প্রতিষ্ঠা হয় ১৬২০ সালে।এই পাথরের ঢিবিগুলিকেই সিঁদুর লেপে, ফুল এবং রুপোর গয়নায় সাজানো হয়। কিছুদিন আগেও উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে, গাছের নিচে ছিল ঠাকুরের থান। বর্তমানের মন্দির প্রতিষ্টাতা ও সেবাইত হিসাবে মন্দির গাত্রে লেখা আছে, আসানসোলের জায়গীরদার । নকড়ি রায় এবং। রামকৃষ্ণ রায়ের নাম।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে কাঙালীচরণের কাছে যদি মাতৃ আজ্ঞা এসে থাকে ১লা মাঘ, ১৬২০ সালে তবে আসানসোলের জায়গীরদার কিভাবে এই মন্দির প্রতিষ্টা করেন। খুবই যুক্তি সঙ্গত প্রশ্ন, উনারাই যদিও এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন কিন্তু সেটি হওয়া উচিত অবশ্যই ১৭৪২ সালের পরে। কেন সেই কারণটা বলি- ১৭৪০ সালের এপ্রিল মাসে সরফরাজ খাঁ কে অন্যায় ভাবে হত্যা করে আলিবর্দী বর্দী খান হলেন বাংলার নবাব। সরফরাজ খাঁর শ্যালক রুস্তম জং আলীবর্দী খানকে হটাতে, নাগপুরের মারাঠা শাসক রঘুজি ভোঁসলের সাহায্য প্রার্থনা করেন।

সালটি ১৭৪২, মারাঠা সেনাপতি রঘুজী ভোঁসলের চল্লিশ শতাধিক অশ্বারোহী সৈনিক তখন লুটতরাজ চালিয়ে সমগ্র বাংলায় এক ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেন, যা বর্গী আক্রমণ নামে কুখ্যাত। ইনার দুইজন সেনাপতি ছিলেন, হিন্দু সেনাপতি ছিলেন ভাস্কর পন্ডিত এবং মুসলিম সেনাপতি মীর হাবিব। রাঢ় বাংলায় বর্গীরা বারবার হানা দেয় পঞ্চকোট রাজার গড়ে। সেই সময় পঞ্চকোটের রাজা শত্রুঘ্নশেখর গড়ুরনারায়ণ সিংদেও (১৭১৯- ১৭৫০), পঞ্চকোট গড় রক্ষার দায়িত্ব পরে ক্ষত্রিয় বীর ন'কড়ি রায় ও রামকৃষ্ণ রায়ের কাঁধে।

যদিও বর্গী আক্রমনে পঞ্চকোট গড় ধ্বংস হয়ে যায়, কিন্তু এনাদের দুজনের বীরত্বের কাহিনী, রাজার কানে যায়। তিনি এঁদের দুজনকে আসানসোল বনাঞ্চলের এক বিস্তীর্ণ এলাকার জায়গীরদার হিসাবে নিযুক্ত করেন। এরপরে ইনারা দুজনে জঙ্গল কেটে আবাদ ভূমির প্রতিষ্ঠা করেন। আসান গাছ কেটে সোল ডাঙ্গায় প্রতিষ্ঠিত গ্রামের নাম হয় আসানসোল। গাছতলার ঠাকুরের পরিবর্তে নির্মাণ করেন শ্রী শ্রী ঘাগরবুড়ি চন্ডী মাতার থান ও মন্দির।

বর্তমানে যুগের হাওয়ায় দোকানপাট, বাঁধানো মন্দির, যাত্রীনিবাসের ছড়া ছড়ি। শনি মঙ্গলবারে তো গাড়ি ও বাস পার্টির মেলা বসে যায়। দুবেলাই এখন নিত্যপূজা হয়। লোহার খাঁচার মধ্যে দিয়ে ভক্তের দলের লম্বা লাইন মৃদু মন্দ গতিতে এগিয়ে চলে দেবদেবী দর্শনে, যার সিংহভাগ বর্তমানে ঝাড়খন্ড থেকে আগত ভক্তের দল।আর সেই ১৬২০ সালের ১ লা মাঘকে স্মরণ করে প্রতি বছর মন্দিরের সামনের মাঠে বসে ঘাগরবুড়ি চন্ডীমাতার মেলা।

এই মেলার একটি বিশেষত্ব হচ্ছে, আসানসোলের মতন বৃহৎ শহরের এত নিকটে হয়েও, এই মেলা তার গ্রামীণ চরিত্রকে এখনও ধরে রেখেছে।অন্য যে কোন গ্রামীন মেলার সঙ্গে এই মেলার কিছু মাত্র তফাৎ চোখে পড়বেনা। কিন্তু আছে, এই মেলার একটি বিশেষ চরিত্র আছে।এখানে আগত গ্রাম এবং শহরের লোকজনদের মধ্যে অন্ততঃ ৫০% ,হচ্ছে ঝাড়খন্ড, বিহার, ওড়িশা থেকে আগত।আসলে কয়লা এবং শিল্পাঞ্চল হবার কারণে আসানসোলের জনবিন্যাস এরকমই, ক্ষুদ্র ভারতবর্ষ বলা যায়। তাই স্বচ্ছন্দে ঘাগরবুড়ির মেলাকে ভারতের সার্বজনীন মেলা হিসাবে গণ্য করাই যেতে পারে।

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

cinema TV

'পুষ্পা ২'-তে আল্লুকে টক্কর দিতে আসছেন রণবীর

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ২০২১ সালে মুক্তি পায় 'পুষ্পা : দ্য রাইজ'। আল্লু অর্জুন অভিনীত এই ছবি নজর কেড়েছিল দর্শকের। এই ছবির মাধ্যমেই সর্বভারতীয় স্তরে পরিচিত মুখ হয়ে ওঠেন আল্লু অর্জুন। এবার দর্শক মুখিয়ে রয়েছেন এই ছবির দ্বিতীয় ভাগের জন্য। ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে 'পুষ্পা : দ্য রুল'র শুটিং। এই মুহূর্তে বিশাখাপত্তনমে শুটিং শুরু হতে চলেছে 'পুষ্পা : দ্য রুল' ছবির ক্লাইম্যাক্স দৃশ্যের।

শোনা যাচ্ছে, ওই দৃশ্যের শুটিংয়ের জন্য ৫০ জন জার্মান স্টান্টম্যানকে আনা হয়েছে সেখানে। তবে এর মাঝেই বড় চমক। ছবিতে আল্লুকে নাচে টক্কর দিতে আসতে চলেছেন রণবীর সিংহ। ছবিতে একটি জাঁকজমকপূর্ণ পার্টির গানে দেখা যাবে রণবীরকে। নাচের ব্যাপারে আল্লু অর্জুন যেমন অপ্রতিরোধ্য, কম যান না রণবীরও। দুজনেরই ক্যারিয়ারে একাধিক নাচের দৃশ্য রয়েছে। স্বক্ষেত্রে প্রায় দুজনেই সেরা। এবার দুই তারকার যুগলবন্দি যে দর্শকদের কাছে বাড়তি পাওনা হতে চলেছে, তা বলা বাহুল্য। শোনা যাচ্ছে, ছবিতে এক পুলিশ অফিসারের চরিত্রে দেখা যেতে পারে রণবীরকে। শুধু রণবীর নয়, শোনা যাচ্ছিল, একটি গানের দৃশ্যে নাকি থাকতে পারেন দিশা পটানিও। প্রথম ভাগে সামান্থা রুথ প্রভুর 'উ আন্তভা'কে টেক্কা দিতেই নাকি থাকছে দিশার একটি বিশেষ নাচ। গত বছরের শেষ দিক থেকে শুরু হয়ে গিয়েছিল সুকুমার পরিচালিত 'পুষ্পা : দ্য রুল' ছবির শুটিং। এখনো পর্যন্ত গোটা দেশের একাধিক জায়গায় শুটিং করেছেন আল্লু অর্জুন ও ছবির পুরো টিম। আগামী বছর মে মাসে মুক্তি পেতে চলেছে 'পুষ্পা : দ্য রুল'।

ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া হলো সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বাংলার সর্বকালের সেরা গায়িকা গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর মাত্র ১৬ মাসের ভেতরে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়া হলো তার ঐতিহাসিক বাড়ি। অথচ এই বাড়ি সংরক্ষণ যোগ্য ছিল। অনেক গায়ক ও সুরকার ওই বাড়িতে গিয়েছেন বারবার।

কেউই অনুমান করতে পারেননি এভাবে এত দ্রুত বাড়ির উপর প্রোমোটার চক্রের হস্তক্ষেপ হবে। সন্ধ্যার একমাত্র মেয়ে সৌমি কেন তার বিখ্যাত বাবা-মায়ের স্মৃতি এভাবে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন তা কেউ জানেন না।

সন্ধ্যা ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ। সেই বাড়ির কাছে থাকেন বিশিষ্ট নেতা অভিনেতা পরিচালক কেউই জানতেই পারেননি বাড়ি ভাঙা হবে।

ভাঙা বাড়ির মধ্যেই ধুলোয় পড়েছিলো সুন্দর অনেক জিনিসপত্র। সন্ধ্যার কাছে ঈশ্বরের সমতুল্য ছিলেন তার গুরু বড়ে গুলাম আলি খান। তারও একটি ছবি পড়েছিল ধ্বংসস্তূপের ময়লার মধ্যে।

সোমবার একটি ওয়েবসাইটে ভিডিও দেখানো শুরু হতেই গানের জগতে হইচই শুরু হয়ে যায়। কেউই জানতেন না বাড়ি বিক্রি হয়ে যাওয়ার কথা।

সন্ধ্যার খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলেন সুরকার সুপর্ণকান্তি ঘোষ এবং গায়ক সৈকত মিত্র তারাও সোমবারই জানতে পারেন ভিডিও দেখে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এ বিষয়ে দুঃখ প্রকাশ করেন তারা।

এখনো খন্ডহরের মধ্যে গেটের বাঁদিকে জ্বলজ্বল করছে তার বাড়ির ঠিকানা ডি/৬১৩, লেক গার্ডেন্স। ডান দিকে লেখা এস গুপ্ত। ভেঙে ফেলা ধ্বংসস্তূপ এর মধ্যে ছড়ানো-ছিটানো সন্ধ্যার অনেক স্মৃতি। উজ্জ্বল এক ঝাঁক পায়রার গায়িকার বাড়ির চত্বরে এখন শুধুই বিষাদের ছায়া।

গত বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রয়াত হওয়ার পর অনেকেই মনে করেছিলেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের মতো শিল্পীর বাসভবন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। এই বাড়ির মধ্যে দিয়ে শিল্পীর বর্ণময় কর্মকাণ্ডের ইতিহাস জানতে পারবেন সংগীতপ্রেমী নতুন প্রজন্ম। কিন্তু সেসব কিছুই হলো না বরং হাতুড়ির আঘাতে চৌচির হয়ে গেল শিল্পীর বাসস্থান । শিল্পীর ভক্তদের দাবি যা হয়েছে তা শিল্পীর মেয়ের সম্মতিতেই হয়েছে। এ নিয়ে তাই বিতর্কের কোনও অবকাশ নেই কিন্তু এমনটি না হলে ভালো হতো।

সায়নীর ফ্ল্যাটের সব নথিপত্র দেখতে চায় ইডি

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : ১১ ঘণ্টা জেরার পর অভিনেত্রী তথা তৃণমূল যুবনেত্রী সায়নী ঘোষকে আগামী বুধবার আবারও তলব করেছে ইডি। এ দিন বেশ কিছু নথি নিয়ে উপস্থিত হতে বলা হয়েছে তাকে। সায়নীর ফ্ল্যাট সংক্রান্ত নথি দেখতে চেয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।

ইডি জানায়, সায়নীদের মোট দু'টি ফ্ল্যাট রয়েছে। একটি তার নিজের নামে এবং একটি তার মায়ের নামে। গল্ফগ্রিনে একই জায়গায় এই দু'টি ফ্ল্যাট তাদের। ফ্ল্যাটগুলির মধ্যে একটির দাম ৮০ লক্ষ টাকা। ওই ফ্ল্যাটটি কেনার সময় সায়নী ২০ লক্ষ টাকা নগদে দিয়েছিলেন। বাকি ৬০ লক্ষ টাকার জন্য ঋণ নিয়েছিলেন। বেসরকারি ব্যাঙ্ক থেকে ওই ঋণ নেওয়া হয়েছিল বলে জানতে পেরেছে ইডি। ঋণের কাগজপত্র তার কাছে দেখতে চাওয়া হয়েছে। ইডি সূত্রে দাবি, সায়নী দু'টি ফ্ল্যাটই কিনেছিলেন ২০২০-২১ সাল নাগাদ। ঘটনাচক্রে, তিনি ২০২১ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি আনুষ্ঠানিক ভাবে তৃণমূলে যোগ দেন।

ফ্ল্যাট ছাড়াও সায়নী একটি গাড়ি ব্যবহার করেন। যদিও যুবনেত্রী দাবি করেছেন, গাড়িটি তার নিজের। তবে তার দিকেও নজর রেখেছে ইডি। সায়নী আর কোনও গাড়ি ব্যবহার করতেন কি না, নিয়োগ মামলায় ধৃত তৃণমূলের অপর যুব নেতা (অধুনা বহিষ্কৃত) কুন্তল ঘোষের সঙ্গে তার কোনও অর্থনৈতিক লেনদেন হয়েছিল কি না, খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কুন্তলের কাছ থেকে টাকা নিয়ে সায়নী গাড়ি বা ফ্ল্যাট কেনার জন্য খরচ করেছেন কি না, তদন্ত করে দেখছেন গোয়েন্দারা।

ইডি সূত্রে জানা গিয়েছিল, বর্তমানে জেলবন্দি কুন্তলের যোগসূত্র ধরেই নিয়োগকাণ্ডে সায়নীর নাম জড়িয়েছে। এর আগে কুন্তলের সঙ্গে তার যোগাযোগ নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়েছিল। কুন্তলের সঙ্গে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সায়নীর ছবি (সে ছবির সত্যতা যাচাই করেনি আনন্দবাজার অনলাইন) প্রকাশ্যে এসেছে। যদিও সায়নীর ঘনিষ্ঠ সূত্রে জানা গিয়েছিল, সায়নী বলেছেন, তারা দু'জনে এক মঞ্চে থাকতেই পারেন কারণ তারা একই রাজনৈতিক দলের সদস্য। নিয়োগ মামলায় নাম জড়ানোর পর কুন্তলকে দল বহিষ্কার করেছিল (সূত্রের খবর, সায়নী নিজেই সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য তদ্বির করেছিলেন দলীয় নেতৃত্বের কাছে। পরে অবশ্য ঘনিষ্ঠ মহলে সায়নী সেই খবরকে 'গুজব' বলে উড়িয়েও দিয়েছিলেন বলে শোনা যায়)।

সায়নী শনিবার সকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান, দল তার পাশেই রয়েছে। আগামী দিনে দলের প্রচারেও তিনি যাবেন। উল্লেখ্য, শনিবার তৃণমূলের পঞ্চায়েত ভোটের প্রচারকারীদের যে তালিকা প্রকাশিত হয়েছে, তাতে সায়নীর নাম নেই। গত বুধবার পর্যন্ত এই তালিকায় তার নাম ছিল। শুক্রবার ইডির তলবের কারণে প্রচারের তালিকায় তিনি ছিলেন না। শনিবারও তাঁকে তালিকায় রাখা হয়নি দেখে অনেকে মনে করছেন, নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে এমনিতেই খানিকটা 'কোণঠাসা' তৃণমূল। সায়নীকে ওই মামলাতেই জেরা করা হয়েছে। তাই তাঁকে আর পঞ্চায়েত ভোটের প্রচারে ব্যবহার করা না-ও হতে পারে। অবশ্য এই সব জল্পনা উড়িয়ে দিয়েই শনিবার সকালে সায়নী বলেছেন, 'দল আমার পাশেই আছে। আমি প্রচারেও যাব। মমতাদি আমার ফোনের ওয়ালপেপারে নেই, মনের ওয়ালপেপারে আছেন।'

চুমু খেয়ে ডেটল দিয়ে মুখ ধুয়েছিলেন অভিনেত্রী!

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : নব্বই দশকের দিকে 'দিললাগি' নামে একটি টিভি ধারাবাহিকে অভিনয় করেছিলেন বলিউড অভিনেত্রী নীনা গুপ্তা। সেই নাটকে সহঅভিনেতাকে চুমু খেতে হয়েছিল তার। বিষয়টি অভিনেত্রীকে খুব বিচলিত করেছিল। অবস্থা এমন হয়েছিল, চুমুর শট শেষে বাথরুমে গিয়ে ডেটল দিয়ে মুখ ধুয়েছিলেন তিনি।

ভারতীয় একটি সংবাদমাধ্যমে সেই শুটিংয়ের অভিজ্ঞতা জানিয়েছেন অভিনেত্রী। নীনা বলেন, অনেক বছর আগে দিলীপ ধাওয়ানের সঙ্গে একটি সিরিয়ালে (ধারাবাহিক) অভিনয় করেছিলাম। তাতে ভারতীয় টেলিভিশনের প্রথম ঠোঁটে ঠোঁট রেখে চুমুর শুটিং ছিল। বিষয়টি নিয়ে খুব চিন্তিত ছিলাম। সারারাত ঘুমাতে পারিনি। খবর হিন্দুস্তান টাইমসের।

অভিনেত্রী আরো বলেন, 'আমার সহশিল্পী দেখতে বেশ সুন্দর ছিলেন। কিন্তু তিনি আমার বন্ধু ছিল না। সাধারণভাবে পরিচিত ছিলেন। আমি শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলাম না। তারপরও নিজেকে রাজি করিয়েছিলাম চুমুর দৃশ্যের জন্য। দৃশ্যায়ন শেষ হওয়ার পরই নিজের মুখ ডেটল দিয়ে ধুয়েছিলাম। কারণ, যাকে আমি ভালোভাবে চিনি না, তাকে চুমু খাওয়াটা আমার জন্য সহজ ছিল না।'

পরবর্তীতে চ্যানেল কর্তৃপক্ষ এই দৃশ্য দিয়ে ধারাবাহিকটি প্রচার করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তখন ধারাবাহিকগুলো সপরিবারে দেখা হতো। তাই বিতর্কের আশঙ্কায় বাদ দেয়া হয়েছিল দৃশ্যটি।

জকোভিচ নয়তো কে?

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : রজার ফেদেরার বা রাফায়েল নাদাল নেই তো কী হয়েছে, আছেন নতুন নাদাল কার্লোস আলকারেজ। পুরুষ এককের বাছাইয়ে তিনিই নাম্বার ওয়ান। দারুণ সময় কাটছে এ স্প্যানিশ সেনসেশনের। অল্প সময়ের ক্যারিয়ারে ১১টি এটিপি ট্রফি জিতেছেন আলকারেজ। নাম লেখান ১৪ ফাইনালে। এমন একজনের বাধা কাটিয়েই শিরোপা হাতে তুলতে হবে এবারের টুর্নামেন্টের বড় ফেভারিট নোভাক জকোভিচকে। এদিকে নারী এককে দু-একজনকে চ্যাম্পিয়ন খাতায় রাখা মুশকিল; যেখানে একাধিক তারকা এবার যুদ্ধে জিততে তৈরি।

অল ইংল্যান্ড লন টেনিস অ্যান্ড ক্রোকুয়েট ক্লাবে আজ থেকে শুরু হওয়া ঘাসের কোর্টের লড়াইটা শেষ হবে ১৬ জুলাই। এর আগে সংবাদ সম্মেলনে আলকারেজকে নিয়েও কথা বলেছেন জকো। নিজের অতীত, বর্তমান এবং এবারের স্বপ্ন নিয়ে বলতে গিয়ে এ সার্বিয়ান শৈশবের স্মৃতিও রোমন্থন করেছেন, 'আমি এখনও সাফল্যের জন্য ক্ষুধার্ত। আরও বেশি গ্র্যান্ডস্ল্যাম, আরও অর্জন চাই। আমি জানি এই সময়েও আমি টেনিসের শীর্ষ পর্যায়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সামর্থ্য রাখি। এটা সব সময়ই আমার স্বপ্নের একটি টুর্নামেন্ট, শৈশব থেকেই যা নিয়ে ভেবেছিলাম। এখানে বেশ কয়েকটি শিরোপা আমি জিতেছি। আমার মনে হয়, এখনও সেই তরুণ জকোভিচ টুর্নামেন্টে নামবে, আসলে স্বপ্নটা আগের মতোই চিরসবুজ আছে। হ্যাঁ, এটা ঠিক একজন বাদে বাকিদের বাদ পড়তেই হবে। আলকারেজ দারুণ খেলোয়াড়। এই বয়সে সে দুর্বার, এরই মধ্যে নিজেকে প্রমাণ করেছে, ইতিহাসে নাম লিখিয়েছে।'

টুর্নামেন্টটা যখন উইম্বলডন, তখন জকোর দুশ্চিন্তা হওয়াটাই স্বাভাবিক। কেননা এই কোর্টে যতটা আশা করেছিলেন, ততটা সাফল্য পাননি। সবচেয়ে বেশি ২৩ গ্র্যান্ডস্ল্যামের মালিক উইম্বলডনে জেতেন সাত শিরোপা। সব মিলিয়ে ১৭ বার এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেন তিনি। যেখানে ৮৬ জয়ের বিপরীতে হার ১০টি। তবে ফাইনালে উঠলে আর তাঁকে আটকানো কঠিন। আটবারের মধ্যে শুধু একবার রানারআপ হয়েছিলেন জকোভিচ। যেটা প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়দের জন্য খুবই দুশ্চিন্তার কারণ। তবে জকো কোনো কারণে ভুল করলে ট্রফিটা আলকারেজের হাতে চলে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। ফেভারিট হিসেবে এগিয়ে থাকবেন রুড, মেদভেদেভও।

আর নারী এককে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন রাইবাকিনা হলেও সর্বশেষ ফ্রেঞ্চ ওপেনের বিজয়ী ইগা সোয়াটেকের সম্ভাবনাই বেশি। যেভাবে ছুটছে তাঁর জয়ের ভেলা, তাতে রাইবাকিনা কিংবা অন্য কারও শিরোপা জেতাটা হবে চমক জাগানিয়া। আর সেই চমক দেখাতে পারেন সাবালেঙ্কা, কেভিতোভা, গার্সিয়াদের একজন।

'ওয়েস্ট ইন্ডিজের আর নিচে নামার জায়গা নেই'

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : স্কটল্যান্ডের কাছে ৭ উইকেটে হেরে বিশ্বকাপের মূল পর্ব থেকে ছিটকে গেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। যার ফলে ইতিহাসে প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপে খেলতে পারছে না দলটি। দলের এমন পারফর্ম্যান্সে বাকিদের মতো হতাশ দলটির সাবেক কিংবদন্তি ব্যাটসম্যান ও বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের সাবেক কোচ গর্ডন গ্রিনিজ। তিনি কিছুটা অভিমানের সুরেই এনডিটিভিকে বলেছেন, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট দলের হার একসময় তাকে কষ্ট দিত, কিন্তু এখন আর কষ্ট পান না, 'আসলে আমি ইদানীং ক্রিকেট খুব একটা দেখি না। বিশেষ করে সাদা বলের ক্রিকেট। আগে ওয়েস্ট ইন্ডিজের হার আমায় কষ্ট দিত। কিন্তু এখন আর সেভাবে এটি আমাকে পোড়ায় না। এর মূল কারণ, বেশ অনেক দিন ধরেই আমাদের ক্রিকেটের মান নিচের দিকে নামছে।'

ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল ছাড়া বিশ্বকাপ কল্পনা করতে পারছেন না গ্রিনিজও, 'অবশ্যই ওয়েস্ট ইন্ডিজ ছাড়া বিশ্বকাপ আমি ভাবতেও পারছি না। আমাদের আসলে আর নিচে নামার জায়গা বাকি নেই এখন।'

সৌদি ফুটবলে নাম লেখালেন জেরার্ড

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কোচ হিসেবে সৌদি ফুটবলে নাম লেখালেন স্টিভেন জেরার্ড। সাবেক ইংলিশ মিডফিল্ডারকে নিয়োগ দিয়েছে আল ইত্তেফাক। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট দিয়ে সোমবার জেরার্ডকে কোচ করার খবর জানায় আল ইত্তেফাক। সৌদি প্রো লিগের ক্লাবটির পক্ষ থেকে চুক্তির মেয়াদের ব্যাপারে কিছু বলা হয়নি। গত বছরের অক্টোবরে ইংলিশ ক্লাব অ্যাস্টন ভিলার কোচের দায়িত্ব হারান জেরার্ড। এরপর থেকে লম্বা সময় বেকার থাকার পর এবার সৌদি আরবে নতুন অধ্যায় শুরু করতে যাচ্ছেন লিভারপুলের সাবেক এই ফুটবলার।

২০১৬ সালে খেলোয়াড়ি জীবনের ইতি টেনে দেন জেরার্ড। কোচ হিসেবে তার যাত্রা শুরু হয় ২০১৮ সালে, স্কটিশ ক্লাব রেঞ্জার্সের দায়িত্ব নিয়ে। ৪৩ বছর বয়সী জেরার্ডের হাত ধরে ২০২০-২১ মৌসুমে ১০ বছরের মধ্যে নিজেদের প্রথম স্কটিশ প্রিমিয়ারশিপের শিরোপা জেতে রেঞ্জার্স।

এখনো সিরিজ জয়ের আশা দেখছে ইংলিশরা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : প্যাট কামিন্সের সঙ্গে আলোচনায় মগ্ন বেন স্টোকস। অ্যাশেজ সিরিজে এ মুহূর্তে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে অজিরা

অ্যাশেজ সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ৪৩ রানে হেরেছে ইংল্যান্ড। এর আগে প্রথম টেস্টেও ২ উইকেটে হেরেছিল তারা। পাঁচ ম্যাচ সিরিজে ২-০ তে পিছিয়ে আছে ইংলিশরা। সিরিজের তৃতীয় টেস্ট শুরু হবে আগামী ৬ জুলাই।

তবে হাল ছাড়ছেন না ইংলিশ অধিনায়ক বেন স্টোকস। প্রথম দুই ম্যাচ হারলেও পরের তিন ম্যাচ জিততে চান তিনি। এখনো সিরিজ জয়ের আশা দেখছে ইংলিশরা।

দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার দেয়া ৪১৬ রানের জবাবে ব্যাট করতে নেমে ইংল্যান্ড প্রথম ইনিংসে করে ৩২৫ রান। লিড পেয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে ২৭৯ রানেই গুটিয়ে যায় অজিরা।

ফলে ৩৭১ রানের টার্গেট পায় ইংলিশরা। ম্যাচের পঞ্চম দিন ছিল রোমাঞ্চকর। ৩৭১ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে ১৫৫ রানের অধিনায়কোচিত ইনিংস খেলেন বেন স্টোকস। তিনি আউট হলে আর দাঁড়াতে পারেনি কোনো ব্যাটার। দল হেরে যায় ৪৩ রানে। এর মাঝে ইংল্যান্ডের জনি বেয়ারস্টোর বিতর্কিত আউট আরো উত্তাপ ছড়িয়েছে। ক্যামেরুন গ্রিনের বাউন্সার ছেড়ে দিয়েই উইকেট ছেড়ে বেরিয়ে যান জনি বেয়ারস্টো।

তিনি ভেবেছিলেন, বল ডড হয়ে গেছে। তখনই বল ছুঁড়ে বেয়ারস্টোর স্টাম্প ভাঙেন অস্ট্রেলিয়ার উইকেটরক্ষক অ্যালেক্স ক্যারি। অন ফিল্ড আম্পায়াররা শরনাপন্ন হন থার্ড আম্পায়ারের। মাঠের জায়ান্ট স্ক্রিনে বেয়ারস্টোকে স্টাম্প আউট ঘোষণা করেন থার্ড আম্পায়ার।

ক্রিকেটের নিয়মনুসারে, বেয়ারস্টোর আউটের সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল। কিন্তু যুক্তি অনুযায়ী এটি ক্রিকেটীয় চেতনার বিপক্ষেই গিয়েছে। টানা দুই ম্যাচ হারলেও এখনো সিরিজ জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী ইংলিশ অধিনায়ক বেন স্টোকস।

ম্যাচ শেষে তিনি বলেন, 'এখনো ৩টি ম্যাচ বাকি আছে। আমরা পাকিস্তানের বিপক্ষে ৩-০ ব্যবধানে জিতেছি। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষেও ৩-০ ব্যবধানে জিতেছি। তাই আমাদের বিশ্বাস আছে, এখানেও এটা করতে পারি। আমরা ২-০ ব্যবধানে পিছিয়ে পড়েছি। কিন্তু এখনো আমরা ৩-২ ব্যবধানে সিরিজ জিততে পারি।'

১৪৬ বছরের টেস্ট ইতিহাসে অ্যাশেজে ২-০ ব্যবধানে পিছিয়ে পড়েও মাত্র একটি দল পাঁচ ম্যাচের সিরিজ জিতেছিল। ১৯৩৬-৩৭ মৌসুমের ব্যাটিং গ্রেট ডন ব্র্যাডম্যানের দুর্দান্ত নৈপুণ্যে সিরিজ জিতেছিল অস্ট্রেলিয়া। ঘরের মাঠে ওই সিরিজের প্রথম দুই টেস্ট হারের পর ৩-২ ব্যবধানে সিরিজ জিতেছিল অজিরা। ৮৬ বছর আগের সেই স্মৃতি এবারের অ্যাশেজে ফিরিয়ে আনতে পারবে বলে আশা করেন স্টোকস।

তিনি আরো বলেন, 'হেরে যাওয়া মানে হেরে যাওয়াই। আবেগ সবসময় একইরকম থাকবে কিন্তু আপনি ঘুড়ে দাঁড়াবেন এবং বুঝতে পারবেন আমরা কোথায় আছি, এটা আসলে খুবই উত্তেজনাপূর্ণ। যে পরিস্থিতির মধ্যে আমরা যেভাবে আমাদের ক্রিকেট খেলছি, এরচেয়ে বেশি নিখুঁত আর হতে পারে না। অ্যাশেজের ট্রফি পুনরুদ্ধার করার জন্য আমাদের বাকি তিনটি ম্যাচ জিততে হবে। আমরা এমন একটি দল যারা নিজেদের সেরাটা দিতে এবং জিততে বদ্ধপরিকর।'

২০১৯ সালে হেডিংলিতে অপরাজিত ১৩৫ রানের ইনিংস খেলে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ইল্যান্ডকে ১ উইকেটের দুর্দান্ত জয় এনে দিয়েছিলেন স্টোকস। এবার অল্পের জন্য জেতাতে পারেননি দলকে। বেয়ারস্টোর আউট বিতার্কত না হলে ফলাফল অন্যরকম হতে পারত। তার আউটের ঘটনায় অ্যালেক্স ক্যারি এবং প্যাট কামিন্সকে নিয়ে ক্ষোভ ঝাড়েন ইংল্যান্ডের পেসার স্টুয়ার্ট ব্রড। যা স্টাম্পের মাইক্রোফোনে শুনতে পাওয়া যায়। স্টোকস মনে করে এসব নিয়ে কোন সমস্যা হবে না। স্টোকসের মতো কামিন্সও মনে করেন, দুই দলের মধ্যে কোনো সমস্যা হবে না।

তিনি বলেন, আমি যখন স্টোকসের সঙ্গে কথা বলেছিলাম তখন কোন শত্রুতা ছিল না। আমি মনে করি না, এটি সমাধান করার মতো কিছু আছে।

রশিদ ফেরায়

আত্মবিশ্বাসী আফগানিস্তান

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : মিরপুর টেস্টে বাংলাদেশের কাছে পাত্তাই পায়নি আফগানিস্তান। ৫৪৬ রানের রেকর্ড গড়া পাহাড়সমান ব্যবধানে হেরে যায়। যদিও দলটিতে ছিল না রশিদ খান, মুজিব উর রেহমানদের মধ্যে বিশ্বসেরা স্পিনাররা। ওয়ানডে সিরিজ দুজনের সঙ্গে ফিরেছেন মোহাম্মদ নবী। শক্তিশালী দল নিয়ে খেলতে নামছে আফগানিস্তান। এই দল নিয়ে তিন ম্যাচ ওয়ানডে সিরিজে ভালো করার স্বপ্ন দেখছেন আফগানিস্তান অধিনায়ক হাশমতউল্লাহ শাহিদী। গতকাল চট্টগ্রাম জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে অনুশীলন শেষে মিডিয়ার মুখোমুখিতে আফগান অধিনায়ক বলেন, 'রশিদ আমাদের জন্য অনেক বড় নাম। একাদশে যখন রশিদের মতো ক্রিকেটার থাকে, অধিনায়ক হিসেবে এটি আমাকে অনেক বেশি আত্মবিশ্বাস দেয়। এটি আমাদের জন্য ইতিবাচক দিক। সে টেস্ট ম্যাচটি খেলেনি। এখন ওয়ানডে সিরিজে আছে। আমি জানি, সে আমাদের জন্য ভালো কিছু করবে।' টেস্ট ম্যাচে বড় ব্যবধানে হারলেও ওয়ানডেতে ভালো কিছুর প্রত্যাশা দেখছেন শহিদী, 'টেস্ট ম্যাচটি আমাদের অনেক শিক্ষা দিয়েছে। তো আমরা এখন ভালোভাবে প্রস্তুত। আবু ধাবিতে আমরা ১৫ দিনের ক্যাম্প করেছি। টেস্টে যা করতে পারিনি, এবার আমরা সবকিছুর জন্যই প্রস্তুত। ওয়ানডে দলের কয়েকজন ক্রিকেটার টেস্ট ম্যাচে ছিল না। আমরা জানি, কী হতে পারে বা কী হতে যাচ্ছে। সবকিছুর জন্য আমরা প্রস্তুতি নেব। পেস বোলারদের বিপক্ষে আমরা অনেক অনুশীলন করেছি।'

বাংলাদেশের প্রশংসা করে শাহিদী বলেন, 'বাংলাদেশ সবসময় নিজেদের মাঠে ভালো খেলে। ওয়ানডেতে গত কয়েক বছর ধরে তারা ভালো খেলছে। তবে আমরাও ভালোভাবে প্রস্তুতি নিয়ে এসেছি। আমরা ওয়ানডেতে গত দুই বছর ভালো খেলেছি। সুপার লিগ থেকে আমরা সরাসরি বিশ্বকাপে কোয়ালিফাই করেছি। আমরা ৯টি ম্যাচ খেলিনি। তবু এর মধ্যেই আমরা কোয়ালিফাই করেছি। আমরা এখানে ভালো খেলতে চাই। দুই দলের মধ্যে ভালো একটি লড়াই হবে।'

স্ত্রীর জন্যই রিয়ালে থাকছেন ক্রুস

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : রিয়াল মাদ্রিদের মিডফিল্ডের প্রাণভোমরা তিনি। ৯ মৌসুম ধরেই স্প্যানিশ জায়ান্টদের হয়ে দুর্দান্ত খেলছেন টনি ক্রুস। সদ্য সমাপ্ত মৌসুম শেষে রিয়াল ছাড়ার গুঞ্জন উঠেছিল। তবে সব গুঞ্জন থামিয়ে দিয়ে লস ব্লাঙ্কোসদের সঙ্গে আরও এক বছর চুক্তি বাড়িয়েছেন ক্রুস। যার পেছনে ভূমিকা রেখেছেন তার স্ত্রী জেসিকা ক্রুস।

মূলত স্ত্রীর চাওয়াতেই রিয়ালে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ক্রুস। এমনটি নিজেই জানিয়েছেন সাবেক জার্মান মিডফিল্ডার। জার্মানির সংবাদমাধ্যম আরটিএলকে তিনি বলেছেন, 'আমার স্ত্রী আমাকে অনুমতি দিয়েছে। তাই আরও এক বছর খেলা চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

রিয়ালের এই জার্মান তারকা আরও জানান, 'ফুটবল থেকে বিদায়ের বিষয়ে সাধারণ ভক্তদের মাঝে দুয়েকটি নেতিবাচক উদাহরণ থাকে, যখন আপনি তাদের মন থেকে জায়গা হারিয়েছেন। আমার সঙ্গেও তেমনটা হোক চাই না। আমার মনে হয়েছিল গত ৯ মৌসুমের মধ্যে গত বছরটা সাধারণভাবে গেছে রিয়ালের। কেন আগামী মৌসুম ভালো যাবে না? যদিও আমি এখনও ফুটবলের ক্ষুধা রয়েছে এবং আমি আরও শিরোপা পেতে চাই।'

এখন পর্যন্ত ৯ মৌসুমে রিয়ালের হয়ে ২০টি শিরোপা জিতেছেন ক্রুস। আগামী মৌসুমে নিশ্চয়ই সংখ্যাটা বাড়বে। এর মধ্যে চার চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সঙ্গে তিনটি লা লিগা রয়েছে। দেশের হয়ে ২০২১ সালে অবসর নেওয়ার আগে স্বপ্নের বিশ্বকাপও জিতেছেন ২০১৪ সালে।

ক্যাচ বাতিলে

ম্যাকগ্রার ক্ষোভ, ব্যাখ্যা দিল এমসিসি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : লর্ডস টেস্টের শেষ দিনে আজ রোমাঞ্চ অপেক্ষা করছে। ইংল্যান্ডকে জিততে হলে পঞ্চম দিনে করতে হবে ২৫৭ রান। রেকর্ড রান তাড়া করে জিততে তাদের হাতে রয়েছে ৬ উইকেট। অস্ট্রেলিয়াকে জিততে হলে লক্ষ্যের আগেই প্রতিপক্ষের বাকি উইকেট নিতে হবে সফরকারীদের।

এদিকে শনিবার চতুর্থ দিনের শেষ সেশনে মিচেল স্টার্কের একটি ক্যাচ বাতিল করা নিয়ে তীব্র বিতর্ক শুরু হয়ে গেছে। বেন ডাকেটকে শর্ট বল করেন অস্ট্রেলিয়ান ফাস্ট বোলার ক্যামেরন গ্রিন। ডাকেট ফাইন লেগের দিকে শট খেলেন। অন্যদিকে, ফাইন লেগে দাঁড়িয়ে থাকা মিচেল স্টার্ক বাঁ দিকে ছুটে এসে দর্শনীয় একটি স্লাইডিং ক্যাচ নেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে, স্টার্ক দুর্দান্ত ভঙ্গিতে ক্যাচটি ধরেছিলেন। ফিল্ড আম্পায়ার ডাকেটকে আউটও দেন। কিন্তু রিভিউ নেন ডাকেট।

থার্ড আম্পায়ারের কাছে সিদ্ধান্তটি গেলে, ফুটেজ দেখা হয়। যেখানে দেখা যায়, স্টার্ক ক্যাচটি সঠিক ভাবে ধরলেও, তার হাত নেমে আসায় বলটি মাটিতে স্পর্শ করেছে বলে মনে হয়। তৃতীয় আম্পায়ার মারাইস এরাসমাস দেখলেন, পুরো ক্যাচ ধরার সময়ে অস্ট্রেলিয়ার ফিল্ডারের শরীরের উপর নিয়ন্ত্রণ ছিল না। শেষ পর্যন্ত স্টার্ক এবং তার সতীর্থদের অবাক করে নটআউটের সিদ্ধান্ত দেন এরাসমাস।

ক্যাচ বাতিলের ঘটনাকে 'হাস্যকর' বলছেন অস্ট্রেলিয়ার সাবেক পেসার গ্লেন ম্যাকগ্রা, 'আমি দুঃখিত, এটা আমার দেখা সবচেয়ে বাজে ঘটনা। সে নিয়ন্ত্রণে ছিল, বল নিয়ন্ত্রণে ছিল। এটা অসম্মান, আমি দুঃখিত, এটি অপমানজনক। আমি সবকিছু দেখেছি। বিশ্বাস করতে পারছি না। এটা হাস্যকর।'

এর পরই ক্রিকেট আইনের রক্ষক এমসিসি দাবি করে, এরাসমাসের সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল। টুইটার পোস্টে এমসিসি বলেছে, '৩৩.৩ ধারা অনুযায়ী একটি ক্যাচ তখনই সম্পূর্ণ হবে, যখন ফিল্ডারের গতিবিধি ও নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ নিজের উপর থাকবে। তার আগে বল মাঠে স্পর্শ করা যাবে না। এ ঘটনায় স্টার্ক মাঠে স্লাইড করেছিলেন, বল মাটিতেও লাগে এবং তার শরীরের কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না।'

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR